[redacted]

দৈনিক সংবাদ

দৈ[redacted]

২৭/০৭/২০০১

তারিখ ... পৃঃ ৪ কলাম ... ঐ

সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার দাবী কি কোন গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ?

এলাহী নেওয়াজ খান ॥ সিডিপি-প্রথম আলোর জাতীয় নীতি ফোরামের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী, মাদ্রাসা শিক্ষা ও প্রাইমারী স্কুল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেয়ার সুপারিশের বিরুদ্ধে দেশের সচেতন মহলে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যখন আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে সর্বমহল থেকে সেনা মোতায়েনের দাবী উঠেছে ঠিক তখন একটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সেনাবাহিনীকে তুলে দেয়ার আবদার সাধারণ কোন বক্তব্য হিসেবে উড়িয়ে দেয়া যায় না। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা ও প্রাইমারী স্কুল থেকে ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেয়ার দাবী একই ষড়যন্ত্রের অংশ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, একটি গভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার এই হীন দাবী তোলা হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটা শতসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাই অতন্দ্রপ্রহরী। সম্ভবত বাংলাদেশকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল দেখতে চায় না যে প্রতিবেশী দেশটি সে দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে তাদের ইচ্ছা পূরণে সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে বলে ঐ হাস্যকর দাবীটি তোলা হয়েছে।

১৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার দাবী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কি- যেখানে সেনাবাহিনী নেই। কিংবা পৃথিবীর কোন দেশে মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষা নেই। মুসলিম দেশগুলোর কথা বাদ দিলেও অমুসলিম দেশেও বহু মাদ্রাসা রয়েছে। এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মর্যাদাশীল মাদ্রাসা 'দেওবন্দ' ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ভারতে অবস্থিত। এই মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম-উলামারাই এই উপমহাদেশে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন।

এই বাংলাদেশে শত শত বছর ধরে মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষাই ইসলামের প্রাণশক্তি। শুধু তাই নয়, এক সময়ে এ দেশে মসজিদকেন্দ্রিক মক্তবেই সাধারণ শিক্ষার হাতেখড়ি হোত। আমাদের বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেছিলেন মক্তবে। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে প্রাইমারী স্কুল ও হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ধারার পরিবর্তন ঘটে। মাদ্রাসা শিক্ষা তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশে এখন হাজার হাজার এতিম এবং অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে মাদ্রসা। যে দেশে এতিমদের দেখার কেউ নেই, যে দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, সে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন। তার চেয়ে বড় কথা বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এই দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে না, তা কি এ দেশের কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান মেনে নেবেন?

যদি কেউ মনে করে থাকেন, বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলাম ধর্মকে মুছে ফেলা যাবে- তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কারণ এটা প্রমাণিত সত্য যে, ৭০ বছরের লৌহ কঠিন কমিউনিস্ট শাসন সত্ত্বেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ইসলাম ধর্মকে মুছে ফেলা যায়নি। বরং চেচনিয়ার মুসলিম মুজাহিদরা প্রমাণ করেছে, কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা ইসলামকে দমিত বা নিঃশেষ করতে পারে না। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, তুরস্কে বিগত ৭৫ বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করলেও গত এক দশকে সেখানে ইসলামী আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়েছে। সেখানে যদি এখন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ইসলামী দলগুলোই বিজয়ী হবে। যেমন করে আল বারাকানের পার্টি বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হয়নি। যেমন করে আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন মুভমেন্টকে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতায় যেতে দেয়া হয়নি। অথচ ওই আলজেরিয়াতে বুমেদিন সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের বিকাশ ও গতিকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কি সম্ভব হয়েছে। বরং এ ধরনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে সহিংসতার বিস্তার লাভের সম্ভাবনাই বেশী থাকে। আর বাংলাদেশের জনগণ কখনোই উগ্র ছিল না, এখনো নেই। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই সর্ব প্রথম মৌলবাদের কথা বলে প্রথমে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ, পরে বিভিন্ন পরিকল্পিত ঘটনার পর মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের জড়িত করে অত্যাচার-নির্যাতন চালানো শুরু হয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিভিন্ন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে জড়িত করে হাজার হাজার আলেমের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়েছিল। কিন্তু ঐ সব বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে আলেম-ওলামাদের জড়িত থাকার কোন ঘটনাই এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। এ থেকে এ ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক যে, কেবলমাত্র এ দেশের আলেম-ওলামার ওপর নির্যাতনের গ্রাউন্ড তৈরী করার জন্য কি খুব পরিকল্পিতভাবে ঐসব ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল?

অন্যদিকে সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার প্রসঙ্গে বলা যায়, পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, যেখানে নিয়মিত সেনাবাহিনী নেই। অনেকে এ ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের কথা বলে থাকেন। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে সুইজারল্যান্ড ৪ লাখ সৈন্যের সমাবেশ ঘটাতে পারে। পৃথিবীর বহুদেশে সক্ষম প্রতিটি নাগরিকের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। যারা আজ বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার কথা বলছেন, তারা কি একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন যে, বিশ্বের কোন দেশে জাতীয় সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়ার দাবী উঠেছে। যারা এ দেশে দাবীটি তুলছেন, তারা সর্বাগ্রে কেন ভারতের আগ্রাসী সেনাবাহিনীটিকে ভেঙ্গে দেয়ার দাবী জানাচ্ছেন না।

অন্যদিকে সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ বলেছেন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে বিডিআর, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি'র পাশাপাশি জাতির সবচেয়ে আস্থাশীল সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে। যেখানে দেশবাসী ভাবছে একমাত্র সেনাবাহিনীই বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বচন উপহার দিতে পারে, সেখানে আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তুলে দেয়ার দাবী একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

কারণ যখন কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে ভারতীয় নগ্ন আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে আমাদের বিডিআর বাহিনীকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে সার্বিকভাবে আরো আধুনিকীকরণ, আরো সম্প্রসারণ ও আরো বেশী 'ফায়ার পাওয়ার' বৃদ্ধির দাবী উঠেছে, তখন সেনাবাহিনীকে কেন ভেঙ্গে দেয়ার দাবী তোলা হচ্ছে, তা তদন্ত করে দেখা উচিত বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন।